সংবাদ

তারিখ 28 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মতামত

যে দেশে এমপির চেয়ে ছাত্রলীগ নেতা বেশি ক্ষমতাধর

জয়নাল আবেদীন

যে দেশে সাংবাদিককে মারধর করলে এমপি গ্রেফতার হয়- কিন্তু সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের মাথা ফাটালে ছাত্রলীগ নামধারী দুর্বৃত্তরা গ্রেফতার হয় না, সে দেশের নাম বাংলাদেশ। ইতিহাসবিদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ড. মুনতাসীর মামুন তার এক লেখায় বাংলাদেশকে 'সব সম্ভবের দেশ' বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্প্রতি ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানকে মারধর করায় সরকারদলীয় এমপি গোলাম মাওলা রনির বিরুদ্ধে মামলা হয়। তিনিও পাল্টা মামলা করেন। আদালতে হাজির হয়ে রনি জামিনও নেন। কিন্তু ২৪ তারিখে হঠাৎ করে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কামনা করেছেন 'তাকে জেলে পাঠানোর মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, শেয়ারবাজার চাঙ্গা হোক, সাগর-রুনির হত্যাকারী ধরা পড়ুক, প্রিয় দল (আওয়ামী লীগ) আবার ক্ষমতায় আসুক, দেশবাসী শান্তিতে থাকুক।'

রনির গ্রেফতারের পর থেকে আমার মনে একটি প্রশ্ন বারবার জাগছে- তা হলো, উপজেলা ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রলীগের নেতা নামধারী দুর্বৃত্তরা কি এমপির চেয়ে ক্ষমতাধর? সম্প্রতি বিক্রমপুরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রীনগর সরকারি কলেজে সদ্য যোগদানকারী অধ্যক্ষ আহত হয়েছেন স্থানীয় ছাত্রলীগের দুই নেতার মারের আঘাতে। অধ্যক্ষকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তিনি ওই ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাও করেন। স্থানীয় এমপি আহত অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়েছেন- সমবেদনা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষকে আহত করার অপরাধে মুন্সীগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ থেকে শ্রীনগর কলেজ ও উপজেলা কমিটির ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এসবই আমি ১১.০৭.২০১৩ তারিখের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে অধ্যক্ষ আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীনগর থানার ওসি অধ্যক্ষ আহত হওয়ার কথা অস্বীকার করেন- যা একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীনগর কলেজের অধ্যক্ষকে মারধর করার খবর সংবাদপত্রে পাঠ করে লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেছে। এর কারণ আমি ওই কলেজের প্রথম ছাত্র হিসেবে ১৯৭০ সালে ভর্তি হয়ে ১৯৭২-৭৫ পর্বে ছাত্রলীগ থেকে পর পর দুইবার ওই কলেজে ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতাম, তারা আমাদের সন্তানতুল্য মনে করে স্নেহ করতেন। শিক্ষা দিতেন। এখনও শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি। আর সেই একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নৈতিকতার আজ একি অধঃপতন।

যেখানে সাংবাদিকদের মারধর করায় একজন এমপি গ্রেফতার হন- সেখানে অধ্যক্ষকে মারধর করার পরেও ছাত্রলীগের দুজন উপজেলা পর্যায়ের নেতা কেন গ্রেফতার হলো না? তাহলে কি একজন এমপির চেয়ে মফস্বল এলাকার দুজন ছাত্রলীগ নেতা বেশি ক্ষমতাধর? আর থানার ওসির মিথ্যা বক্তব্যের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[লেখক : আহ্বায়ক, শ্রীনগর সরকারি কলেজ সাবেক ছাত্র-ছাত্রী সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা ও ব্যাংকার।]